বাদল পিকচার্সের

চাঁদের কাছাকাছি

বাদল পিকচার্সের নিবেদন

চাঁদের কাছাকাছি

প্রযোজনা :
রাখালচন্দ্র সাহা

কাহিনী :
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা :
যান্ত্রিক

চিত্রনাট্য :
পার্থপ্রতীম চৌধুরী
যান্ত্রিক

সঙ্গীত :
রবীন চট্টোপাধ্যায়

গীত রচনা :
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

চিত্রগ্রহণ অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা ॥ শব্দগ্রহণ অনিল দাশগুপ্ত ও সোমেন চ্যাটার্জী ॥ প্রধান সম্পাদক অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ॥ সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী ॥ শিল্প নির্দেশনা সুবোধ দাশ ॥ সঙ্গীতগ্রহণ ও পুণঃ শব্দযোযনা : সত্যেন চ্যাটার্জ্জী ॥ কর্মসচিব : অনাদি ব্যানার্জ্জী ॥ রূপসজ্জা : নিতাই সরকার ও অনাথ মুখার্জ্জী ॥ পটশিল্পী—রামচন্দ্র সিন্ধে ॥ স্থির চিত্র—এডনা লরেঞ্জ ॥ সাজ-সজ্জা—সিনে ড্রেস ও কানাই দাস ॥ পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও ॥

প্রচার—ধীরেন মল্লিক ॥

প্রধান উপদেষ্টা :—

শৈলেশ জোয়ারদার ও সন্তোষ রায়চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

সন্তোষ কুমার নাথ ॥ দুলাল চন্দ্র নাথ ॥ গয়ানাথ আগরওয়ালা ॥ নকুলেশ জোয়ারদার ॥ দেবতোষ নাথ ॥ প্রদীপ জোয়ারদার ॥ সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রদীপ কুমার রায় (মেনকা সিনেমা) ॥

নেপথ্য কণ্ঠে—আরতী মুখার্জ্জী

সহকারী :—

পরিচালনা—নারায়ণ দাশগুপ্ত ও উমানাথ ভট্টাচার্য্য ॥ সঙ্গীত—সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ চিত্র-গ্রহণ—জনক ঘোষ ও বাউরী জানা ॥ শব্দগ্রহণ—বলরাম বারুই ও প্রভাত বর্মণ। শিল্প নির্দেশক—বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী ॥ রূপসজ্জা—সরোজ মুন্সী ও সুব্রত সনহা ॥ কর্মসচীব—অসিত বোস, হাবুল রায় ও লক্ষ্মী ॥ শ্ব সজ্জায়—চিরঞ্জীব, বৈজু, বেণু, দ্বিজ, তমেশ্বর, হরেন, হরিপদ, চেমা ও সম্পদ ॥ আলোক সম্পাত—প্রভাস, ভবরঞ্জন, সুনীল, সুভাষ, তারাপদ, ও কাশী ॥রসায়নাগার—জ্ঞান ব্যানার্জ্জী, কমল দাস, বাদল দাস, কালীপদ বোস, ও সুনীল ব্যানার্জ্জী ॥ ষ্টুডিও তত্বাবধানে—আনন্দ চক্রবর্ত্তী।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ধীরেন দাশগুপ্তের তত্বাধানে ফিল্ম ভিসেস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

কাহিনী

"কি পেয়েছি আর কি পাইনি,
তার হিসাব মেলাতে যাইনি"

সত্যি তো জীবনে কে-কি পেল আর কে কি পেল না কে তার হিসাব মেলাতে গেছে? যে যেটুকু পায় তাতেই সে নিজেকে তৃপ্ত রাখতে চায়। এই হ'ল দুনিয়ার রীতি বা ধর্ম। এই হ'ল জীবন-বেদ।

যত সাহিত্য—যত কাহিনী মানুষের যত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সবই ঐ একটি বিন্দুতেই কেন্দ্র করে ঘোরে। এই পরিক্রমার শেষ নেই।

যেমন পরিক্রমা সুরু করেছিলেন ডঃ চন্দ্রনাথ মুখার্জী ওরফে চাঁদ মুখার্জী চান্দা বাবু। চাঁদ বাবু জানতেই পারেন নি—কবে এবং কেমন করেন চাঁদ-মুখার্জী চান্দা বাবুতে এসে আটকে গেছেন।

জীবনের এই পথ-পরিক্রমায় চান্দাবাবু নিজেকে সহজভাবে নিতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন স্বাভাবিক এবং সুস্থভাবে বাঁচতে। কিন্তু আঘাত এসে তাঁকে সজাগ করে দিয়ে বলেছে আজকের সমাজ—আজকের মানুষ স্বাভাবিকভাবে কাউকে চলতে দেবে না।

প্রফেসর চাঁদ মুখার্জী—স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে একদিন হোঁচট খেলেন। চাইলেন একটি সুখের সংসার গড়তে। কিন্তু তা হ'ল না। সুখের সংসার পাতা তাঁর হ'ল না। এখানেও তিনি পেলেন আঘাত। যে আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলে বুঝিয়ে দিল এ পৃথিবী সহজ ও সরল নয়। জীবন হয়ে উঠল তার সমস্যা জর্জরিত।

দিশাহারা চান্দাবাবু খুঁজতে লাগল কেমন করে কী সমাজ ব্যবস্থার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রেহাই তাঁকে পেতেই হ'বে। এই রেহাই পাওয়ার মধ্যে আআর এক অভিজ্ঞতা। শান্তির সন্ধান পাবে অপরে কিনা তা তিনি বুঝতে চাইলেন না। বোঝা না বোঝার বাইন চান্দাবাবু। তাই খুঁজতে লাগলেন সুস্থ মানুষকে!

পেলেন দেখা একটি পরিবারের। ভাল লাগল তাস্বপ্নাকে। আর স্বপ্নার মা, বাবা; ধর্মেন্দ্রবাবু ও রঞ্জনকে। কিন্তু সেখানেও হারিয়ে গেলেন মেকীর মধ্যে। বাবা আসল ফেলে নকলের দিকেই এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু স্বপ্না।

সে তো ভালবাসে রঞ্জনকে। এই ভালবাসার খাদ্য কিন্তু বোঝে না কেউ। কেবল বুঝতে পারে চান্দাদা-এদের রবাহুত অতিথি। এদের মধ্যে থাকতে চেয়েছিফিরে পেতে চেয়েছিলেন তার সুখের অতীতকে। সহজ ও সরলভাবে পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করতে

চান্দাবাবু—কি এবার সুস্থ পৃথিবীর সন্ধান পাবার মেকী পৃথিবীর জালে জড়িয়ে পড়বে?
এরই জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা...

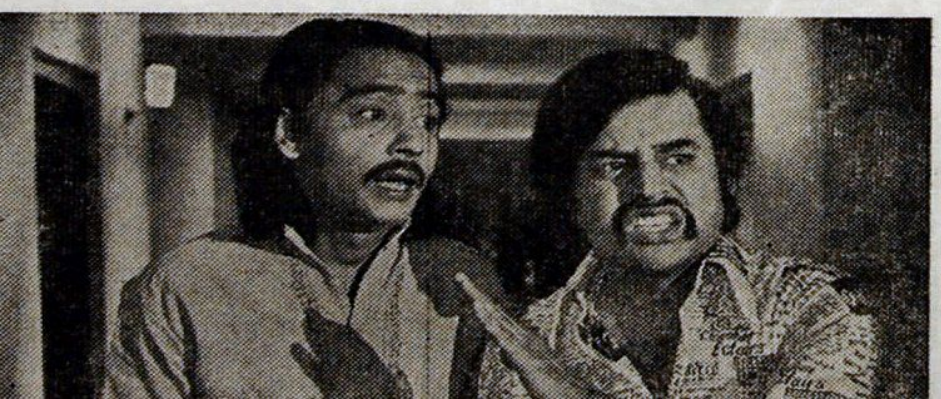

সংগীত

(১)

কি পেয়েছি আর কি পায়নি
তার হিসাব মেলাতে যাইনি
আঘাতই যে শুধু পেয়েছি
ব্যথা পাবো এতো চাইনি
তবু স্বপ্নই দেখে এসেছি
পৃথিবীকে ভালো বেসেছি
তবে কি মন কিছু পায়না
যদি পায় তাওকি সে চায়না
ভেঙ্গে গেলে মন তবুও
দুঃখের গান গায়নি ॥

(২)

এবার জাল ফেলেছি পরবে ধরা
কোথায় ও চাঁদ পালাবে ॥
সবার চোখে ধুলো দিয়ে
কত কাল আর চালাবে ॥
এবার চাঁদ তুমি জব্দ হবে
বুঝিয়ে দেব ঠ্যালাটা
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি
দেখ এবার খেলাটা
আর টেক্কা দিয়ে কত চাঁদু
বুদ্ধিটাকে ঝালাবে
চালাকিটা টিকবে না চাঁদ
পার পাবে না আর যে
বুঝিয়ে দেব দুয়ে দুয়ে
হয় চির দিন চার যে।
ভেবছ কি এমনি করে
চিরকাল জ্বালাবে

পরলোকগত সঙ্গীত পরিচালক ৺রবীন চট্টোপাধ্যায়ের আত্মার শান্তি কামনা করি।

—: অভিনয়ে :—

উত্তম কুমার

সত্য ব্যানার্জ্জী, তরুণকুমার, অনুপকুমার, চিন্ময় রায়, সন্তু মুখার্জ্জী, অমিত দে, শিপ্রা মিত্র, সুব্রতা চ্যাটার্জ্জী, কণিকা মজুমদার, গীতা দে, মধুমিতা, শিবানী সাহা, বীরেন চ্যাটার্জ্জী, নীলোৎপল দে, পিনাকী, বিপ্লব, রথীন, মিহির শৈলেন, পরিতোষ, সুধীর, লক্ষ্মণ, হৃদয়, কেষ্ট, ডাঃ নিতাই বর্মন, উৎপল, ডাঃ শীল, বলরাম, বিশ্বনাথ, ভবতোষ, দিলীপ, দেবেন, লক্ষ্মী, নিমাই, প্রভাত, সুজিত, সুবোধ, কানাই, হাবুল, হরি, লক্ষ্মী মল্লিক, অতিদাস, ও আরো অনেকে এবং

মিঠু মুখার্জ্জী।

মুক্তি প্রতীক্ষায়

শ্রীমা চিত্রম নিবেদিত

প্রশান্ত চৌধুরীর

অজ্ঞাতবাস

পরিচালনা · দিলীপ মুখার্জী · সঙ্গীত · হেমন্ত মুখার্জী

* রঞ্জিত · মিঠু

শ্রীমা চিত্র

পরিবেশক

পরিবেষ্টিত

পরবর্ত্তী ছবি

প্রাণ থাকেনা

কাহিনী

প্রফুল্ল রায়

আশুতোষ মুখার্জী রচিত

বাদল পিকচার্সের

এবার লগ্ন

জি, আর, পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত